দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 SEP 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

১৭ শত পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত

১১টি স্কুলের কাছে বোর্ডের কারণ দর্শাও নোটিশ

॥ জালালউদ্দিন আহমদ ॥

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ১১টি হাইস্কুলের প্রায় সতেরশো ছাত্রছাত্রীর এসএসসি পরী- এগারোটি হাইস্কুলের প্রায় সতেরেশ ছাত্রছাত্রীর এসএসসি পরীক্ষার (৮৬ সন) ফল স্থগিত রাখা হয়েছে। বোর্ড সন্দেহ করছে ভুয়া কাগজপত্র জমা দিয়ে এসব স্কুল থেকে উক্ত ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী নির্বাচনে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে সন্দেহ করে এসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছে বোর্ড গত মাসের প্রথম সপ্তাহে কারণ দর্শাও নোটিশও ইস্যু করে। কিন্তু নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হবার পরেও চলতি মাসের তিন তারিখ পর্যন্ত অভিযুক্ত কোন স্কুলের কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

এদিকে ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা ঢাকা বোর্ডে এসে ফল জানার জন্য প্রতিদিন ধর্না দিচ্ছে। এবং এ নিয়ে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

ঢাকা বোর্ডের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা জানান, অভি-

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

নোটিশ

প্রথম পৃঃ পর

যুক্ত ১১টি হাইস্কুল ছাড়াও আরও বেশ কিছুসংখ্যক স্কুলের ছাত্রছাত্রী সেন্ট-আপ-এর ব্যাপারে ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। মফস্বলের এই এগারোটি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে ঢাকা মহানগরীর ও জেলা শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আগত এই ছাত্রছাত্রীদের বেশির ভাগকেই টিসি ছাড়া ভর্তি, ভুয়া টিসিতে ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া ভর্তি, ভুয়া রেজিস্ট্রেশনে ভর্তি এবং অনিয়মিত ভর্তি করা হয়েছে।

উপরোক্ত অভিযোগ ও অনিয়ম ছাড়াও হঠাৎ করে এসব পাড়াগাঁয়ের স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের আধিক্য লক্ষ্য করে বোর্ড ১১টি স্কুলকে আগস্ট মাসের প্রথম দিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে যেসব স্কুল এসব অনিয়ম ও জালিয়াতি ঘটনায় জড়িত ঐ সব স্কুলের অনুমোদন বাতিল করা হবে এবং যে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে দুর্নীতির ঘটনা প্রমাণিত হবে তাদের পরীক্ষা কেন্দ্রও বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এদিকে মফস্বল এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বেশ কিছু পরীক্ষা কেন্দ্রে অসদুপায়ের অবাধ সুযোগ সুবিধা উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে মেধা নির্বাচনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভের মোহে শহরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মফস্বল থেকে পরীক্ষা দেয়ার প্রবণতা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

নকলের রকমারী প্রবণতা রোধ করার জন্য এবার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডগুলো টিসি নেয়ার ব্যবস্থায় কিছু কড়াকড়ি আরোপ করেছেন। এসবের মধ্যে গত বছর পর্যন্ত ছিল ৩০শে অক্টোবরের পর কেউ টিসি নিতে পারবে না। এবার সেটা ৩০শে জুন করা হয়েছে।

মফস্বলের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে নানা রকমের অভিযোগ সম্পর্কে ঢাকা বোর্ডের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, বোর্ডগুলোর ভূমিকা হচ্ছে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা। কিন্তু কোন বোর্ডের পক্ষেই মফস্বলের কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে বই পুস্তক দেখে লেখা বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে টিসি নেয়া বন্ধ করার জন্য প্রত্যেকটি বোর্ড পদক্ষেপ নিয়েছে।